পুরাতন ‘বাবু’ বনাম নয়া ‘বাবু’

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেব - সুবোরা তাঁদের পেটেল, তাঁবেদার, অনুকারী মধ্যবিত্ত বাঙালি পুষদের আদর করে নাম রেখেছিল ‘বাবু’, টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) সাহেব ওই ‘বাবু’দের উপযোগিতা নির্দেশ করতে গিয়ে একদা তাঁর সুপারিশ -পত্রে লেখেন ঃ

We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons, Indian in blood and color, but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect.

এমন এক ইংরেজ ঘনিষ্ঠ ইংরেজ - ভক্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ থেকেই উনিশ শতকের প্রথম পাঁচটি দশকে ‘বাবু সম্প্রদায়’ ও ‘বাবু - কালচার’ ধীরে ধীরে স্বমূর্তি ধারণ করেছিল। তারপর থেকে সেই tradition আজও বহমান!

জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (১৯৬৪-১৯২০) ‘শ্রেণি’ বা class বলতে মনে করেছেন ঃ

‘এমন একটি সামাজিক ধারণা যা ক্ষমতা, মর্যাদা, ধন সম্পদ, প্রতিপত্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে একটি সামাজিক মানব - গোষ্ঠীকে সমাজের অন্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে।’

কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) অবশ্য মনে করেছেন ধন উৎপাদন ও বন্টনের রীতিনীতি থেকেই জন্ম নেয় নানা ‘শ্রেণি’-র চরিত্র।

তখনকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের মধ্যে দু’ধরনের মানুষ ছিলেন -- রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার নিয়ে বলা যায়, তাঁরা ‘ছোট ইংরেজ’ আর ‘বড় ইংরেজ’! ছোট ইংরেজরা ছিলেন লোভী, দুর্নীতিপরায়ন, নিষ্ঠুর, অহঙ্কারী, আত্মসর্বস্ব -- এঁরাই ছিলেন সংখ্যাতে বেশি। বড় ইংরেজরা ছিলেন কিঞ্চিৎ পরহিতব্রতী, কর্তব্যপরায়ণ, সৎ। তাঁদের শাসন - শোষণের মধ্যেও খানিকটা পরোপচিকীর্ষা বৃত্তি লক্ষ্য করা যেত! তেমন ইংরেজ ছিলেন কেরী সাহেব, মার্শম্যান, ডেভিড হেয়ার, বেথুন প্রমুখেরা। এমন ‘গোরা সাহেব’ - দের পরোক্ষ সহায়তায় ‘বেঙ্গল রেনেসাঁস’ দ্রুত একটি ভাবমূর্তি নিতে পেরেছিল বলা যায়। এক হিসেবে ‘বাবু কালচার’ ওই তথাকথিত বেঙ্গল রেনেসাঁসের’র একটি ‘বাইপ্রোডাক্ট’। ইংরেজিয়ানার ব্যর্থ ও উদ্দেশ্যহীন অনুকরণ থেকে জন্ম বাবু কালচারের। সংস্কৃতে ‘বপ্তা’ নামে একটি পদ আছে। সেই বপ্তা-বপ্পা-বাপা-বাপু - থেকে এসেছে ‘বাবু’। আবার ফরাসিতে ‘বা’ মানে ‘সঙ্গে’ বা ‘যুক্ত’ আর ‘বু’ মানে ‘সুগন্ধ’,অর্থাৎ সুগন্ধযুক্ত বা সুখ্যাত ব্যক্তি। ‘শব্দ সাগর’ মতে, ঃ বাবু ‘রাজার পারিষদ’।

উপনিবেশবাদী ও ভোগবাদী ইংরেজ মসৃণভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্যে ‘হাঁসজা’ সদৃশ, শিকড়হীন, জীবনবোধহীন, উটপাখি - প্রতিম বাবুদের লালন করে গেছে। অতীতে ফ্রান্স ও বিলেতে যথাক্রমে ওই ধরনের আড়ম্বর - সর্বস্ব, জটিল, বিলাস - ময় ‘পোকোকো’ শিল্পরীতি ও ‘ড্যান্ডি’ কালচার জন্ম নিয়েছিল। পরে আসে ‘বিট্’ ও ‘পাঙ্ক’ কালচার। বাবু সংস্কৃতির সঙ্গে তার খুব একটা তফাৎনেই। দুই-ই লক্ষ্যহারা ও জীবন বিমুখ। তীব্র ভোগবাদের ফসল ওই ‘বাবু কালচার’। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর লেখা ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ’ গ্রন্থে (১৯০৪) লিখেছেন ঃ

‘তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রী - গমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। ... রক্ষিতা স্ত্রীলোকের বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মান সম্ভ্রমের কারণ ছিল।’

নীতিবোধ কতটা ভোঁতা হয়ে গেলে এমন একটা মানসিকতা জন্ম নেয় তার আরও বিস্তারিত, সরস বর্ণনা সেকালে লেখা বেশ কিছু নক্সাতে পাওয়া যাবে। তেমন প্রথম রচনাটি লিখেছিলেন রামমোহন রায়ের যৌবনের বন্ধু ও পরে প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ - ১৮৪৮)। তাঁরলেখা তেমন চারখানি বই -- ‘নববাবু বিলাস (১৮২৫), ‘কলিকাতা কমলালয়’, (১৮২৩), ‘দূতী বিলাস’ (১৮২৫), ও ‘নব বিবি বিলাস’ (১৮৩০)। ওই গ্রন্থে, প্রথম ‘নববাবু’ ও ‘বিবি’-র সংজ্ঞা পাওয়া গেল। প্রায় সমকালে আঁকা কালীঘাটেরপটেও বাবুদের সাজপোশাকের বাহার ও কেতা, মদ্যাসক্তি, বিচিত্র বিলাস আমোদ, বেশ্যাসক্তি, বেলেল্লাপানার ছবি আমরা দেখতে পাব। এর কিছু পরে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে) লিখলেন ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৭ -৫৮)। তাঁর আঁকা মতিলাল, বাঞ্ছারাম, বক্রের ‘বাবু’দের ‘আর্কিটাইপ’। আর মতিলালের সাগরেদ ‘ঠকচাচা’ বাবুদের আদর্শ সহচর।

‘বাবু’-দের আরও বিস্তারিত ‘চিত্র’ পাওয়া গেল পরবর্তী চার পাঁচটি রচনাতে। যথা, দু’খন্ডে প্রকাশিত ‘হুতোম প্যাঁচার নকসা’ - তে (কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা, ১৮৬২ ও ১৮৬৪, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘আপনার মুখ আপুনি দেখ’ (১৮৮৯), ‘সচিত্র গুলজার নগর’ (‘ভাঁড়’ ছদ্মনামে কেদারনাথ দত্ত), ‘সচিত্র গুলজার নগর’ (‘ভাঁড়’ ছদ্মনামে কেদারনাথ দত্ত), ‘দেবগণের মর্ত্যে আগমন’ (দুর্গাচরণ রায়), ‘বাবু’ নাটক (কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১৮৫৪), ‘কলিকাতার নুকোচুরি’ (‘টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র’ ছদ্মনামে চুনীলাল মিত্র) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত রস - রচনা ‘বাবু’তে (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৭৯ সন)। প্রায় ১৩৩ বছর আগে অধঃপতিত বাঙালি তাণ্যের যে ব্যঙ্গ - চিত্র ভূয়োদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছিলেন তা আজকের সমাজেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। হাল আমলের বেকার বাবুদের পেটেভাত থাকুক আর না থাকুক -- হাতে আছে ‘মোবাইল’। সর্বব্যাপী ‘প্রেমের বার্তা’ ছড়িয়ে যাচ্ছে এস - এম - এস! নয়া বাবুদের স্বভাব, মূল্যবোধ, ব্যসনের পেছনে অর্থ - ব্যয়, সাজ - পোশাক, নেশাসক্তি ইত্যাদি পদে পদে মনে পড়িয়ে দেয় উনিশ শতকের বাবুদের। ১০১বছর আগে শিবনাথ শাস্ত্রী বাবুদের চরিত্রহীনতা বা নীতিহীনতার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন ঃ

‘...মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছু লজ্জার বিষয় ছিল না।’ এই রাজনৈতিক মস্তানি ও ‘কন্ট্র্যাক্ট - প্রামোটারি -রাজের যুগেও ওই কথা কত প্রাসঙ্গিক! শিবনাথ শাস্ত্রী আরও জানাচ্ছেন যে ওই বাবুরা সামান্য ফারসি (পড়ুন হিন্দি) ও ‘স্বল্প ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে (পড়ুন সামাজিক বিধি ও বিধানে) আস্থাহীন হইয়া ভোগ সুখেই দিন কাটাইত।’ এখানকার বাবুরাও ওই একইরকম বিত্তবাসনা আর দিশাহীন ভোগের পথে চলেছেন। আগেকার দিনের বাবুরা খেউড় আর হাফ্ আখড়াই গান শুনে, ১০০ টাকার নোট ঘুড়িতে বেঁধে তা উড়িয়ে, ঘটা করে পোষা বেড়ালের বিয়ে দিয়ে, উপপত্নীর উপরোধে গঙ্গাপূজা করে, দিনরাত ‘পঞ্চ - রঙ্গে’-র নেশা করে সময় কাটাতেন। এখনকার বাবুদের দিনরাতও কাটে অনুরূপ ব্যয়বহুল নানা প্রমোদে। মাল্টিপ্লেক্সে, ডান্স বারে, জল ক্রীড়ায়, সাইবার কাফেতে। ‘লিভ্ টোগেদার’ এখন বাবুদের কাছে জলভাত। ‘সহবাস’ এখন এক ধরনের আমোদ মাত্র। গত শতকের গোড়ায় টি.এস.এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) ‘দ্য হলো মেন’ কবিতাতে এই ধরনের মানুষদের সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

We are the hollow men/ We are the stuffed men Leaning together/ Head-pieces filled with straw ? এবং এখন - ‘Between the idea /And the reality/… Falls the shadow? ‘অদ্ভুত আঁধার এক’ ঘিরে ধরেছে তরতাজা তাণ্যের চারিধার। যে চামচেতে কফি মাপা হয়ে সেটা দিয়েই বাবুরা মাপছেন জীবনকে! আনন্দ আর সুখের মধ্যে, উপভোগ আর ভোগের মধ্যে, প্রেম ও সেক্স -এর মধ্যে যে তফাৎ, সেটা মুছে যাচ্ছে ত্রমান্বয়ে। আহার - প্রমোদ - মৈথুনের জান্তব চক্রে ঘুরছে জীবন। শিক্ষিত জনের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে নানা ধরনের স্নবারী। ‘লুম্পেন’ বা ঠগ্ বাছতে গেলে এখন গাঁ উজাড় হয়ে যাওয়ার মতো! একদা বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের বাবুদের ‘দশ অবতারে’র বর্ণনা দিয়েছিলেন। একালেও মন্ত্রী, নেতা, প্রমোটার, ফ্লিম স্টার ইত্যাদি কত না নব্য অবতার!

এখন LPG সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধির দুশ্চিন্তা যেমন ভাবিত করে তুলছে নিম্ন মধ্যবিত্ত গিন্নিকে, তেমনই ওই তিন বর্ণের মুন্ডমাল শব্দটি নিয়ন্ত্রণ করছেআমাদের ওই তিন বর্ণের জীবনবোধ, মূল্যবোধ, সামাজিক ব্যবহারকে। ‘এল’ মানে ‘লিবারাইজেশান’ বা ‘কাছাখোলা’ মুক্তদ্বার নীতি, ‘পি’ মানে ‘প্রাইভেটাইশান’ বা বেপরোয়া বেসরকারিকরণ নীতি এবং ‘জি’ মানে ‘গ্লোবালাইজেশন’ বিবেচেনাহীন ধাবায়ন! ‘কনজ্যুমার সাইকোসিস্’ এখন নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের জীবনের গতিপ্রকৃতি, আমাদের ব্যবহার, চি, ন্যায়বোধ, মূল্যবোধ। অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০)- এর একটি কৌতুকনাট্যের সংলাপ উদ্ধৃত করে ‘নয়া বাবু কালচারে’ -র ভাবকেন্দ্রটি এই সূত্রে নির্দেশ করি ও নটে শাকমুড়োই ঃ

It is absurd to divide people into good and bad, People are either charming or tedious. (Lady Windermere’s Fan) এখন good man-এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, চাই Charming man|

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com